FEB. 2 1 2001
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

ভোরের কাগজ

রাজনীতির দুষ্টচক্র ও ছাত্ররাজনীতি

আমি বুদ্ধিজীবী মহলের কেউ নই। তাই গাধার ঘোলাজল খাওয়ার মতো করে যেসব বুদ্ধিজীবী রাজনৈতিক দুষ্টচক্রের শিকার মাঝে মধ্যে তাদের অবস্থা ভালোভাবে দেখার সৌভাগ্য আমার ঘটে। আশাবাদ ছাড়া সমাধানের আর কোনো দিকনির্দেশনা না পেয়ে আমি হতাশায় ভুগি।

রাজনৈতিক হিংসা হানাহানি শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও সেশনজট, ছাত্রজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর তা রোধ করতে হলে আমাদের পুতুল নাচের ছাত্ররাজনীতি থেকে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে। দেশের মূল আমলাতান্ত্রিক, উত্তরাধিকারসূত্র, প্রতিহিংসা পরায়ণ ও মূর্খ রাজনৈতিক অঙ্গনে আনতে হবে আমূল পরিবর্তন। কারণ সে রাজনীতি আজ শুধু পচা-দুর্গন্ধই ছড়াচ্ছে না বরং দেশ ও জাতিকে সুদূরপ্রসারী ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমরা ছাত্রছাত্রীরা যতোক্ষণ না রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে আদর্শ সংগঠক হিসেবে এগুতে পারবো না, ততোক্ষণ রাজনৈতিক মুক্তি মিলবে না।

বর্তমান বাংলাদেশের রাজনীতির বিশ্লেষণে আমি 'মূর্খ' শব্দটি ব্যবহার করে ফেলেছি। শব্দটি কঠিন হলেও এর সপক্ষে যথেষ্ট উদাহরণ আমাদের সামনে আছে। যে মূর্খতা থেকে জন্ম নিয়েছে পারস্পরিক হিংসাবিদ্বেষ, অন্ধবিশ্বাস, দুর্নীতি ও অসত্য প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি। আমলাতান্ত্রিক লেজুড়ভিত্তিক রাজনৈতিক বক্তাদের কথা থেকে মূর্খতা ও শোষণের গন্ধ বেরিয়ে আসাছে। যেমন, জাতীয় সংসদের গত অধিবেশনে সমাপনী বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার দল ও সরকারের সাফল্য বয়ান করতে গিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আগে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় বছর সেশন জট ছিল, আর বর্তমানে মাত্র দেড় বছর সেশন জট আছে।' অর্থাৎ সরকার সাড়ে চার বছর জট কমিয়েছে। অথচ আমার জানা মতে এখানে কোনোকালে ৬ বছর সেশন জট ছিল না আর বর্তমানে সেশন জটও দেড় বছর নয়। প্রায় ৮০% বিভাগ এখন সম্পূর্ণ সেশন জট মুক্ত। আমার আপসোস, আমাদের কি চোখ-কান নেই?

আমাদের রাজনীতিকদের অনেকে বলে ৩০ বছরের জন্য তারা ক্ষমতায় এসেছে। কেউ বলে সামনের নির্বাচনে ৩০০-র মধ্যে ২৬৯ আসন তাদের। পক্ষীয় জজ রায় কেউ কেউ চিরকাল ক্ষমতায় থাকার বাসনা করে। কেউ কেউ আবার মহান নেতা-নেত্রীর সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর তুলনা করতে আনন্দ পায়। বাংলাদেশী রাজনীতির একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সরকারি পক্ষের কথাবার্তা শুনলে মনে হয় দেশ আগে জাহান্নামে ছিল, এখন তারা বেহেশত বানিয়ে দিচ্ছে। আর বিরোধী দলের বক্তব্য শুনলে মনে হয় দেশে জাহান্নামের লেলিহান শিখা জ্বলছে। একপক্ষের জন্য যেটা 'ভালো' অপরপক্ষের জন্য সেটা সম্পূর্ণ 'খারাপ'। উভয়েই জনগণকে প্রতারিত করে চলেছে আর গোপাল ভাঁড়ের সেই গল্পের মতো নিজেদেরকেই সাধু হিসেবে প্রকাশ করছে। শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে জনগণকে। দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিরা কেউ কারো শত্রু নয়। মূলত উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। তাদের কোনো নেতা যদি বলে সূর্য আজ পূর্বদিকে ডুববে—অন্ধ ভক্তবৃন্দ টেবিল চাপড়িয়ে বাহবার সুরে বলে উঠবে, ঠিক! ঠিক!! আমি আশ্চর্য হয়ে যাই এহেন অন্ধ রাজনীতিকে কিছু বিজ্ঞ লেখক ও বুদ্ধিজীবী তাদের কলমের খোঁচার মাধ্যমে কাঁচামাল জোগান দেয় আবার একই লেখায় হীন রাজনীতি থেকে বাঁচার প্রশ্নবোধক ও সংশয়যুক্ত আহাজারি আমাকে আরো অবাক করছে। আমার তো মনে হয় না, ন্যায়দণ্ডে দাঁড়িয়ে দেশ পরিচালনা করলে সন্ত্রাস, ঘুষ, অর্থনৈতিক অবক্ষয়, দুর্নীতি, বিপর্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি দূর করা খুব বেশি কঠিন কাজ।

আলোচনা থেকে এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে যায়, বর্তমান রাজনীতি ছাত্ররাজনীতির নাম দিয়ে ছাত্রদেরকে ব্যবহার করে মুর্খ রাজনৈতিক দলগুলো স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত। যে কথা আগে বলছিলাম, সেই 'অপরাজনীতি'র শিকল ভাঙতে হলে প্রথম কাজ হবে কথিত ছাত্ররাজনীতির অপসারণ। সংগঠিত হয়ে নতুন উদ্যমে ছাত্রসমাজকেই আবার দায়িত্ব নিতে হবে দেশ গড়ার কাজে, তবে তা যেন সব সময় মূর্খ রাজনীতির করাল গ্রাস মুক্ত থাকে।

সৈয়দ মুহাম্মদ আবু সাইদ খান
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।